কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা ও ট্রেনে কাটা পড়ে দুইজনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা ও ট্রেনে কাটা পড়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। এতে আহত হয়েছে আরও দুজন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলা মোড়ে বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে দবোরা খানম সারিকা নামে এক আইনজীবী নিহত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলা মোড় এলাকায় একটি অটোরিকশা হঠাৎ মহাসড়কে উঠে গেলে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা শ্যামলী এন.আর পরিবহনের বাস সেটিকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন আইনজীবী সারিকাসহ আরও দুইজন। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আইনজীবী দবোরা খানমকে মৃত ঘোষণা করে।

এদিকে, দুপুর ১২টার দিকে কুষ্টিয়ার পোড়াদহে ট্রেনে কাটা পড়ে মিজানুর রহমান নামে আরও এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোশারফ হোসেন জানান, দুর্ঘটনায় নারী আইনজীবী নিহত হয়েছেন। আরও দুইজন আহত হয়ে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এছাড়াও ট্রেনে কাটা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। দুজনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে আব্দুল আজিজ (৫২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে

৮টার দিকে মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ভারল এলাকার রেল ব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল আজিজ মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের বেলগাছি এলাকার মৃত আতর মণ্ডলের ছেলে।

নিহতের ভাতিজা মুস্তাকিম জানান, আমার চাচার মাথায় সমস্যা ছিল।গতকাল শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। রোববার সকালে ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে আমরা পোড়াদহ জিআরপি থানায় এসে আমার চাচার মরদেহ দেখতে পাই।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুনুর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আজ রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ভারোল এলাকার রেল ব্রিজে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান।

কোনো অভিযোগ না থাকায় এবং আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত এক নারী মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে শহরের ঘোড়ামারা ব্রিজ সংলগ্ন দশ পকেট ব্রিজের নিকট এ দূর্ঘটনা ঘটে।

পরিচয় সনাক্ত করতে ঝিনাইদহের পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)কে জানানো হয়েছে। তারা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে অজ্ঞাত নারীর পরিচয় নিশ্চিত করবেন।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে ফাড়ি পুলিশ সুত্রে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২টার দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু হয়। মরদেহ উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ

ফাড়িতে রাখা হয়। পরিচয় সনাক্তের জন্য ঝিনাইদহের পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) জানানো হয়েছে।

রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ রানা এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, চিত্রা এক্সপ্রেস টেনে কেটে অজ্ঞাত এক নারী মারা গেছে। তার বয়স আনুমানিক ৪০ হতে পারে। আমরা মরদেহ উদ্ধার করে পরিচয় সনাক্তের জন্য পিবিআইকে জানিয়েছি। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

মিরপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে এনজিও কর্মকর্তা নিহত

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে হুমায়ুন কবির (৪৪) নামে এক এনজিও কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।

শনিবার (২৯অক্টোবর) দুপুরের দিকে মিরপুর আদর্শপাড়া সংলগ্ন ১৭৮-২নং পিলার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পোড়াদহ রেলওয়ে থানা পুলিশের (জিআরপি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনজের আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত হুমায়ুন কবির মিরপুর পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড সুলতানপুর গ্রামের মৃত আবু তালেবের ছেলে। তিনি আশা এনজিও সংস্থায় ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন।

ঘটনাস্থলে দায়িত্বরত পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) সোমেন জানান, সকাল সাড়ে ১১টার দিকে খুলনা থেকে চিলাহাটিগামী আন্তঃনগর রুপসা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে হুমায়ুন কবির নামে এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

তিনি আরও জানান, মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

জীবননগরে ট্রেনে কাটা পড়ে কিশোরের মৃত্যু

জীবননগরে ট্রেনে কেটে নাজির হোসেন (১৬) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১২ টার সময় জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বাজদিয়া গ্রামের কুবরেগাড়ী নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নাজির হোসেন বাজদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার আনোয়ার হোসেনের ছেলে। সে পেশায় একজন ইট ভাটার শ্রমিক ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, নাজির হোসেন মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১২ টার সময় খান ইট থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন।সে কুবরেগাড়ী লাইন পাড়া নামক স্থানে রেললাইনের উপর দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় খুলনা হতে ঢাকা গামী আন্তঃনগর চিত্রা এক্সপ্রেস তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই নাজির হোসেনের মৃত্যু হয়।

পরে স্থানীয়দের সহযোগীতায় ওই কিশোরের মরদেহের চারটি খন্ড বস্তায় করে বাড়িতে নেয়া হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য জহিরুল হক বলেন, কিশোর নাজির হোসেন মানষিক ভারসাম্যহীন ছিল বলে তার পরিবার সুত্রে জানতে পেরেছি।সে হয়ত রেললাইন পার হওয়ার সময় অসাবধানতায় ট্রেনের নিচে পড়লে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এ সময় তার শরীর চারখন্ড হয়ে যায়। পরে এলাকার কিছু শ্রমিক বস্তায় করে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে।

জীবননগর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল খালেক বলেন, বিষয়টি শোনার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে ছিলাম এবং রেল পুলিশকে জানানো হয়। এদিকে কিশোর নাজির হোসেনের মৃত্যুতে নিহতর পরিবার সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।